তোরের কাগজ

তারিখ JUL 28 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

শিক্ষকদের নকল প্রবণতা

চারদিকে যখন ছাত্রদের নকল প্রবণতা সম্পর্কে তুমুল আলোচনা তখন আমাকে লিখতে হচ্ছে শিক্ষকের নকল প্রবণতা প্রসঙ্গে।

উত্তম উত্তরপত্র তৈরির জন্য যেমন ছাত্রদের Text বইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা দরকার; তেমনি উত্তম প্রশ্নপত্রের জন্য শিক্ষকদেরও পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। গাইড বা নোট মুখস্থের ওপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ ও নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৯৯ থেকে মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরেজি বিষয়কে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষা বোর্ড থেকে শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশ আছে সম্পূর্ণ মৌলিক প্রশ্নপত্র রচনার। যেহেতু পদ্ধতিটা নতুন সে কারণে পাঠ্যবইয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের সুবিধার্থে নমুনা প্রশ্নও সংযোজিত আছে। ঐ নমুনা প্রশ্নপত্রের সূত্র ধরে বাজারে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গাইড বেরিয়েছে।

Text বই ঘেঁটে, মাথা খাটিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করার জন্য বেশ সময় ও পরিশ্রম প্রয়োজন। প্রয়োজন মেধারও। কিন্তু কিছু পরিশ্রম-বিমুখ শিক্ষক বাজারের 'গাইড' টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্নপত্র নকল করে স্কুলের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। যা ছাত্রের মেধা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রকৃত মূল্যায়নে অক্ষম।

নিকটস্থ এক হাই স্কুলের কিছু ছাত্র আমি পড়াই। স্কুলে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রটি একটু ফাঁকিবাজ। অল্প পড়ে পাস করতে চায়। তাই ওকে নিয়ে আমি বেশি চিন্তিত। বিকালে খোঁজ নিতে ওর বাসায় গেলাম। আমাকে দেখে এক গাল হেসে দিলো—স্যার গ্যালাক্সি চার। ওর কথা ঠিক বুঝলাম না। পরে সে গ্যালাক্সি গাইড খুলে দেখলাম। ছাত্ররা গ্যালাক্সি, পাঞ্জেরি, মিজান ইত্যাদি গাইডগুলো পরস্পর বিনিময় করে পড়াশোনা করে। ওকে বোঝালাম ২য় পত্র UNSEEN সুতরাং এর জন্য ভালো প্রস্তুতি নাও। সে নমুনা প্রশ্ন (সমাধানসহ) ছাড়া আর কিছু করতে রাজি নয়। বিকালে খোঁজ নিতে গেলে উল্লাসে চেঁচালো—স্যার গ্যালাক্সি ছয়—আর কিসের ভয়! আমি বোকার মতো দেখলাম ১ম পত্র এবং ২য় পত্র দুটোই সমাধানসহ নমুনা প্রশ্ন থেকে হুবহু উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক এগুলো বেছে নিয়েছেন কারণ প্রশ্ন তৈরির মতো উত্তরপত্র যাচাইও তার জন্য হবে সহজ ও পরিশ্রমহীন।

এবার এসএসসি উত্তীর্ণ হয়েছে আমার যে ছাত্রী তার প্রাক নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের চারটি প্রশ্নই (নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক) ১৯৯৮ সালের টেস্ট পেপার থেকে দেওয়া ছিল। এক্ষেত্রে শিক্ষক যেটুকু মেধা খরচ করেছেন তাহলো রাঙ্গামাটি স্কুলের প্রশ্নকে নিচ থেকে সাজিয়েছেন ধারাবাহিকভাবে যাতে চট করে কেউ তার নকল ধরতে না পারে। কিন্তু গাইড ও টেস্ট পেপারগুলো ছাত্রদের জন্যই—ওরাই ওগুলোই নাড়াচাড়া করে বেশি। ছাত্রীটি তাই সহজেই ধরে ফেলেছে এই কারসাজি। চোখ বন্ধ করে জিনিস লুকিয়ে রেখে কাক ভাবে কেউ দেখলো না, কেউ জানলো না। নকল চর্চা এভাবেই চালিয়ে এরাও ভাবছে কেউ জানলো না।

ছাত্ররা যখন আবিষ্কার করে শিক্ষক নিজেই নকলবাজ তখন ছাত্ররা কেন নকল পরিহার করবে? বাজারের গাইডগুলো প্রকৃতপক্ষে কার গাইড-ছাত্র না শিক্ষকের? ছাত্রদের নকল প্রবণতা বন্ধ করতে তাই শিক্ষকদের নকল প্রবণতা পরিহার করা অপরিহার্য।

আবুল কালাম
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেষ মোড়ময়মনসিংহ।